লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। শুকরিয়া সেই মহান সত্তার, যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবী (সা.) এর প্রতি।

বাংলা অন্তর্জালে কিংবা বাংলাসাহিত্যে নাস্তিক্যবাদী লেখাজোখা বলতেই প্রথমে যার নাম চলে আসে তিনি হলেন আরজ আলী মাতুব্বর। নিজের অবিশ্বাসী দর্শনের পক্ষে উনি কিছু বইপত্র লিখেছেন। প্রশ্ন করেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন করতে কার না ভালো লাগে? মানুষের স্বভাবজাত একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সে প্রশ্ন করতে পারে। এই ক্ষমতা আছে বলেই সে মানুষ। একটি গরুর সামনে যদি কিছু প্ল্যাস্টিক রাখা হয়, তাহলে গরুটি প্রথমে প্ল্যাস্টিকের গন্ধ শুঁকবে। এরপর হয়তো-বা আলতো করে জিহ্বা দিয়ে একটু পরীক্ষা করবে। যখন দেখবে এই জিনিস তার গলাধঃকরণ করার উপযুক্ত না, গরুটি তখন ভদ্রভাবে তার বিশাল মাথাটি অন্যদিকে সরিয়ে নেবে। গরুটি জানতে চায় না প্ল্যাস্টিক খেলে কী হয়, জানতে চায় না প্ল্যাস্টিক খাওয়া যায় না কেন ইত্যাদি। কিন্তু একজন মানবশিশু, যে সবেমাত্র একটু আধটু বুঝতে শিখছে, সে প্রশ্ন করে। সে তার বাবার হাতের আঙুল ধরে জানতে চায় আকাশ নীল কেন, রাত কেন কালো, পাহাড় কেন এত উঁচু, পাখি কেন উড়তে পারে ইত্যাদি প্রশ্নবাণে সে জর্জরিত করে তার বাবা-মাকে, তার আশপাশের সবাইকে। এই যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, এটা প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেরই আছে।

মানুষ অজানাকে জানার জন্য প্রশ্ন করে। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন করে। তার আদিমতম কৌতূহল থেকে জন্ম নেয় প্রশ্নের। সে প্রশ্নগুলোর ডালপালা মেলে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। জানার কৌতূহলটা যদিও মানুষের আদিম কৌতূহলগুলোর একটি, তবুও সে কতটুকু জানছে আর কী জানছে তা নির্ভর করে সে কোথা হতে জানছে আর কার কাছ থেকে জানছে।

সঠিক প্রশ্ন নিয়ে সে যদি ভুল মানুষের কাছে যায়, তাহলে সে ভুল উত্তর পাবে আর ভুল জানবে। ভুল প্রশ্ন নিয়ে যদি সে সঠিক মানুষের কাছে যায়, তবুও সে সঠিক উত্তর পাবে। কারণ, সঠিক মানুষটা প্রথমে তার প্রশ্ন শুধরে দেবে। এরপর সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। সুতরাং শুধু প্রশ্ন করতে পারাটাই বাহাদুরি নয়, সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোথায় আর কার কাছে যাওয়া হচ্ছে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য সেটাও অন্যতম একটা বিষয়।

আরজ আলী মাতুব্বর। জন্মেছেন বরিশাল। যখন থেকে উনার লেখার সাথে পরিচয়, তখন থেকে উনার যে বিশেষ গুণটি আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে, তা হলো উনার প্রশ্ন করার ক্ষমতা। উনি প্রশ্ন করেছেন ধর্ম নিয়ে, ঈশ্বর নিয়ে। প্রশ্ন করেছেন আত্মা, পরকাল নিয়ে। ধর্মের সাথে দর্শন আর বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নিয়েও বিস্তর আলাপ করেছেন। উনার প্রশ্ন করার এই ক্ষমতাকে আমি সাধুবাদ জানাই। কিন্তু উনি যে বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন করে ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, সেই অ্যাঙ্গেলটা আসলে মূল ইসলাম না।

আগেই বলেছিলাম, প্রশ্ন করতে পারাটা সাধুবাদের। কিন্তু প্রশ্নের সোর্স যদি ভুল হয়, সঠিক উত্তরের আশা করাটা তখন বোকামিমাত্র। আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে। উনি ভুল ইসলাম দিয়ে মূল ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। উনার জানা "ইসলাম" টা যে আসল ইসলাম নয়, সেটাই এই বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া এ জন্যই যে, প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ এর পরে তিনি আমাকে আরও একটি কাজ সমাপ্ত করার তাওফিক্ব দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে এমন কিছু বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যার সাথে উম্মাহর মাঝেই ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য আছে। এখন সেই বিষয়গুলো এড়িয়ে

ভূমিকার বিশ্লেষণ

আরজ আলী মাতুব্বর উনার লেখা সত্যের সন্ধান বইয়ের শুরুর দিকে বলেছেন,

> **"জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না।"**

প্রথমত, জগতের কোন কোন বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না তা আরজ আলী সাহেব উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, জগতের কিছু কিছু বিষয়ে যে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম এক কথা বলে না তা আসলে সত্য। সত্য এ কারণে যে, জগতের সকল বিষয়ে সমানভাবে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে কথা বলতে হয় না। আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা শুরুতেই করে বসেছেন তা হলো, তিনি দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে এক করে ফেলেছেন। অথচ, এ কথা স্বীকার্য যে, এই তিনটি বিষয়ের আলোচ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন।

পদার্থ কী কী দিয়ে গঠিত তা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধর্মে পদার্থের গঠনের সরাসরি কোনো পাঠ নেই। আবার, ব্যভিচার করলে কেন শাস্তি পাওয়া উচিত সে পাঠ ধর্মের, কোনো কোনো দর্শনে কিছু বলা থাকলেও, বিজ্ঞানে তার উত্তর নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম, দর্শন আর বিজ্ঞানের বিষয়াদি এক নয়। এমতাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার জিনিসকে একই বাটখারায় রেখে পরিমাপ করাটা নিতান্তই বোকামি।

একই পৃষ্ঠায় আরজ আলী সাহেব লিখেছেন :

> "সাধারণত আমরা যাহাকে ধর্ম বলি তাহা হইলো মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কী কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু, মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইলো কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব।"

আরজ আলী সাহেব উনার পুরো বইটি জুড়ে দর্শন, বিজ্ঞান আর যুক্তিবোধের জয়গান গাইলেও, বইয়ের শুরুতে কোনোরকম তথ্য, উপাত্ত, পরীক্ষালব্ধ প্রমাণাদি ছাড়াই দাবি করে বসলেন যে, ধর্মগুলো কথিত ধর্মগুরুদের বানানো। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বেই যিনি নিজ বিশ্বাসের ওপর রায় দিয়ে ফলাফল জানিয়ে বসেন, তিনি আমাদের ঠিক কতটুকু "সত্যের সন্ধান" দিতে পারেন? ব্যাপারটা অনেকটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের মতো, যে প্রশাসন, মিডিয়া সবকিছু নিজের আয়ত্তে রেখে জনগণের উদ্দেশে ঘোষণা দেয়—"আসো, আজ আমি তোমাদের শেখাব সুষ্ঠু নির্বাচন কাকে বলে।" আরজ আলী সাহেবের অবস্থাও ঠিক দুর্নীতিগ্রস্ত সেই সরকারের মতো নয় কি?

মাতুব্বর সাহেব বলেছেন,

> "হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষ ছুঁইলেই উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথা বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষ্যে কলা, কচু, পাঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোনকিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কী মানুষের ধর্ম? নাকি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?"

আরজ আলী সাহেব শুরুতেই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ টেনেছেন, তা কতটুকু সত্য আমি জানি না। তবে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে

বৈকি! সে মতে উচ্চবর্ণের কোনো হিন্দু নিম্নবর্ণের কোনো হিন্দুর পাশ কাটিয়ে যাওয়াটাকেও পাপ মনে করে। এমনকি একটা সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়া দূরে থাক, ছোঁয়াটাও নিষিদ্ধ ছিল পুরোহিত কর্তৃক। পুরোহিত-তন্ত্রের এই বিধান এখনো হিন্দুধর্মে বলবৎ আছে কি না জানি না, তবে ভারতের অনেক জায়গায় এই রীতির এখনো চর্চা হতে পারে।

আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা করেছেন তা হলো, তিনি হিন্দুধর্মের এই কালচারের সাথে ইসলামও গুলিয়ে ফেলেছেন। উনি বলেছেন, মুসলমানদের কাছে অমুসলমানমাত্রই নাপাক। কিন্তু ইসলামের দিকে তাকালে আমরা ঠিক এর বিপরীত চিত্রটাই দেখতে পাই।

আমরা সকলেই জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটবেলাতেই বাবা-মা দুজনকে হারিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর আপন চাচা আবু তালিবের গৃহে বড় হন। চাচা আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আপন ছেলের মতোই দেখাশুনা করেন। বড় করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব কিন্তু মুশরিক ছিলেন। এমনকি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি ঈমান আনেননি। আরজ আলী সাহেবের মতে, ইসলামে অমুসলিমমাত্রই যদি অপবিত্র হবে, তাহলে ইসলামের সর্বশেষ নবীকে আল্লাহ তা'আলা চাচা আবু তালিবের বাসায় রেখে কেন বড় করে তুলবেন? একজন অপবিত্র লোকের সোহবতে? আশ্চর্য না ব্যাপারটা?

এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, চাচা আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় উনার পাশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন এবং উনাকে কালেমা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন। এখন, ইসলামে অমুসলিম ব্যক্তিমাত্রই যদি অপবিত্র হয়, নাপাক হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে উনার চাচা, যিনি একজন মুশরিক ছিলেন, তার নিকট অবস্থান করেন?

মূলত আরজ আলী সাহেব এই জায়গায় এসে যে ভুলটা করেছেন সেটা হলো, ইসলামের পাক-নাপাকের যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টে ভদ্রলোক গুলিয়ে ফেলেছেন।

পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের যদিও অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

> "হে মুমিনগণ, মুশরিকরা অপবিত্র। কাজেই তারা যেন এ বছরের পর আর কখনোই মসজিদুল হারামের কাছে না আসতে পারে।[১]"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এখানে মুশরিকরা অপবিত্র বলতে তাদের শারীরিক অপবিত্রতার কথা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। এখানে যে 'অপবিত্রতা'-এর কথা বলা হয়েছে তা শারীরিক নয়; বরং আত্মিক। এবং সকল প্রসিদ্ধ তাফসীরে এই কথাটাই জোরালোভাবে বলা হয়েছে। যেমন : তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে,

"আসলে এখানে দৈহিক নয়; বরং আত্মিক অপবিত্রতার কথাই বলা হচ্ছে। তাদের শরীর নোংরা, একথা বলা হয়নি। এটা কুরআনের বিশেষ বাচনভঙ্গি।[২]"

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আত্মিক অপবিত্রতাটাই আবার কী রকম? আর মুশরিকরা কেন আত্মিকভাবে অপবিত্র? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে ইসলামের একেবারে গোড়ার কনসেপ্ট। ইসলাম যে মূল ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হলো তাওহীদ। 'তাওহীদ' শব্দের অর্থ : 'একত্ববাদ'।

ইসলামে একমাত্র উপাস্য আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। এর বাইরে আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য ইসলামে নেই। আল্লাহর বাইরে অন্য কারও ইবাদাত করা ইসলামে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাপ। এটা এমন পর্যায়ের পাপ, যার কোনো ক্ষমা নেই। ইসলামে আল্লাহই যে একমাত্র উপাস্য সত্তা, কুরআনের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। যেমন :

> "তাঁর কোনো শরীক নেই।[৩]"

---

১ সূরা আত-তাওবা (০৯) :২৮
২ তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, সূরা তাওবা (০৯) : ২৮
৩ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ১৬৩

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই[১]"

ইসলামে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়াও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেমন : সূরা ফাতিহায় বলা হচ্ছে,

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি আর কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি[২]"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামে একমাত্র উপাস্য কেবল আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। তাঁর বাইরে অন্য কারও পূজা, ইবাদাত করা ইসলামে হারাম ও শির্ক। কিন্তু মুশরিকদের ধর্মীয় নিয়ম তার উল্টো। মুশরিকরা একই সাথে অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তাওহীদের যে কনসেপ্ট, তার একেবারে বিপরীত তাদের অবস্থান।

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা তাওহীদবাদী, যারা কেবল আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য হিসেবে মানে, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করে, তারা মনের দিক থেকে পবিত্র। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অনেকগুলো দেব-দেবীর পূজা করে, উপাস্য জ্ঞান করে, তারা মনের দিক থেকে অপবিত্র। এমতাবস্থায় হারাম শরীফের মতো মুসলিমদের পবিত্র জায়গায় একই সাথে তাওহীদবাদী এবং মুশরিকদের অবস্থান থাকতে পারে না। তাই কুরআন মুশরিকদের আত্মিক দিক থেকে অপবিত্র ঘোষণা করে বায়তুল হারামে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটাকে আরজ আলী সাহেব শারীরিক অপবিত্রতার সাথে গুলিয়ে বলেছেন, "অমুসলমান ছুঁইলেই ইহা অপবিত্র হয়।"

মুশরিকদের যদি শারীরিকভাবে অপবিত্র ঘোষণা করা হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই চাচা আবু তালিবের সাথে এ রকম মেলামেশা করতেন না। তিনি অবশ্যই অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করতেন না। এ ছাড়াও, ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে এ রকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে, যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এমনকি ইসলামের

১ সূরা ইখলাস (১১২) : ০৪
২ সূরা ফাতিহা (০১) : ০৪